মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির তথ্য

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অপর গুরুত্বপূর্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিটি পুষ্টি সমৃদ্ধ আগামী প্রজন্ম তৈরীর লক্ষ্যে গ্রামীন এলাকার সাত লক্ষ সত্তর হাজার দরিদ্র্য গর্ভবতী মায়েদের জন্য ভাতা প্রদান করছে। মাতৃগর্ভ অর্থাৎ শূন্য থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পুষ্টির চাহিদা, মনো-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই ভাতা প্রদান কর্মসূচির রুপরেখা প্রনয়ন করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শীর্ণকায় ও খর্বাকায় শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যত মানবসম্পদ তৈরীতে অবদানের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি শুরু করা হয়। বর্তমানে ৪২৬ টি উপজেলায় এই কর্মসূচি চলমান। এই কর্মসূচিতে একজন দরিদ্র গর্ভবতী মা প্রথম অথবা দ্বিতীয় যে কোন এক সন্তানের জন্য এই ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩৬ মাস ৮০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। প্রতিমাসে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি মা ও শিশুর পুষ্টি, শিশুর মনো-সামাজিক বিকাশ এবং বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বছরে ৫ দিন অংশগ্রহন করছেন। এই কর্মসূচিতে সদর কার্যালয় থেকে অর্থবছরের শুরুতে বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে ভাতাভোগী নির্বাচন করা হয় এবং তিনমাস অন্তর অন্তর ভাতা প্রদান করা হয়।

বছরে একবার এনরোলমেন্ট, তিনমাস অন্তর ভাতা প্রদান, ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে ভাতাভোগী নির্বাচন এবং প্রথম অথবা দ্বিতীয় যে কোন একজন সন্তানের জন্য ভাতা প্রাপ্তি এবং সর্বপোরি শহর ও গ্রাম এলাকায় একই ধরনের দুইটি কর্মসুচি থাকার কারনে এই সকল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচিকে একীভূত করে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয় ৮ টি বিভাগের ৭ টি উপজেলা ও ৬টি বিজেএমই বিকেওএমই এর গার্মেন্টস কারখানায়। যা পূর্বতন কর্মসূচি দুইটির উন্নত সংস্করণ।

মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসুচিতে আবেদনের যোগ্যতা –

বয়স ২০-৩৫ বছর

এন আই ডি কার্ড

প্রথম অথবা দ্বিতীয় গর্ভবস্থা

নিজ নামে পছন্দসই অনলাইন/মোবাইল ব্যাঙক একাউন্ট

পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকা

উভয় কর্মসূচিতে সঠিক ভাতাভোগী খুজে বের করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিদপ্তর সরাকরের ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গিকার অনুযায়ী কর্মসূচিগুলোর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করে দিয়েছে যার ফলে পাওয়ার উপযোগী যে কোন ভাতাভোগী অনলাইনে ইউনিয়ন ও পৌরসাভায় ডিজিটাল সেন্টারসমূহে গিয়ে নিজে আবেদন করতে পারেন তাছাড়া ও টোল ফ্রি নম্বর ৩৩৩ ও সরকারের এক সেবায় ফোন করে আবেদন করতে পারেন। পাশাপাশি অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ভাতাভোগীর অর্থ শতভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে জিটুপি বা সরকার থেকে সরাসরি ভাতাভোগীর নিজস্ব হিসাব নম্বরে প্রেরণ করছে। কোন ভাতাভোগী ভাতা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হলে বা হয়রানির স্বিকার হলে অধিদপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং অতিদ্রুত প্রতিকারের জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রচলণ করা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আশা করছি সামাজিক নিরাপত্তার ভাতা আরো দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে এদেশের অবহেলিত নারী ও শিশুদের নিকট সরকারের ওয়াদা অনুযায়ী পৌছে দিতে পারব।

Maternity Allowance:

Maternity allowance programme for rural poor women and lactating mother allowance programme implemented by Department of Women Affairs (DWA) under Ministry of Women and Children Affairs (MOWCA). This programme started from 2007-2008 fiscal year. Pregnant women to enroll to the Management Information System (MIS) developed for this programme. Beneficiaries can selected with their national ID card, Ante-Natal Card and preferred account information. Once the beneficiaries' data is put in the MIS, it is linked to the Government to Person (G2P) payment system, which enables payments to be made on a monthly basis, effective immediately after verification and approval from authority.

Each beneficiary receives a monthly cash transfer of 800 BDT for 36 months to support their additional food requirement during pregnancy and after birth for nutrition and childcare. This can make quite a difference in the nutrition status of the mother and her unborn child as she can begin spending money on nutritious foods immediately. Moreover, by receiving regular transfers of a smaller amount, the household is more likely to invest in better nutrition and connected with health facilities for regular health checkup services.

June 2021 Maternity Allowance implemented in total 426 Upazilas, where 655193 beneficiary enrolled and received quterly benefit from the programme.